পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর
যুগ্ম প্রশাসনিক ভবন, (ষষ্ঠ তল থেকে দশম তল)
ব্লক -এইচ.সি, সেক্টর-থ্রী, লবনহ্রদ,
কোলকাতা-৭০০১০৬

পত্রাংক: ২৯৭৪(২১)- আরডি/পি.এইচ এন্ড এস/এস/৫এম-২/২০১৭ তারিখ :০৮.০৬.২০১৭

প্রতি : ১-২১ জেলাশাসক (সকল)

বিষয় : মশা বাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণে বিশেষ প্রচার প্রসার কর্মসূচী ।

মহাশয়া/ মহাশয়,

মশাবাহিত রোগ বিষয়ে বিভিন্ন প্রকল্পের সাথে যুক্ত কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে একটি সমন্বিত প্রচার প্রসারের কাজ করার দায়িত্ব রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের উপর অর্পিত হয়েছে। এক্ষেত্রে ৩টি মশাবাহিত রোগের উপর অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। রোগগুলি হল ১.ডেঙ্গু, ২.চিকুনগুনিয়া এবং ৩.ম্যালেরিয়া।

সমগ্র কাজটিতে সাহায্য করবে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ বিভাগ। এ বিষয়ে গত ১৬ই মে ২০১৭ তারিখে ইউনিসেফ এবং স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ বিভাগের সহায়তায় রাজ্যস্তরে একটি কর্মশালা হয়েছে। রাজ্য স্তরের কর্মশালার সিদ্ধান্ত অনুসারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আপনার নজরে আনা হচ্ছে :-

১. জেলা স্তরে একটি কেন্দ্রীয় দল তৈরী করতে হবে। এই দলে থাকবেন ডি.আর.ডি.সির প্রকল্প আধিকারিক, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক বা তাঁর প্রতিনিধি, জেলা স্বাস্থ্যবিধান শাখায় দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক ও জেলা সমন্বয়কারী (স্বাস্থ্যবিধান), জেলাতে মহাত্মা গান্ধী এন.আর.ই.জি.এ-র দায়িত্ব প্রাপ্ত আধিকারিক এবং জেলা জনস্বাস্থ্য শাখার জেলা পর্যায়ের সমন্বয়কারী। ওই পাঁচটি নির্দিষ্ট প্রকল্পের কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে এই কমিটিতে অন্যদেরকেও যুক্ত করে নিতে পারেন।

এই কমিটি বসে জেলা স্তরের একটি প্রশিক্ষণের দিন স্থির করে নেবেন। জেলা স্তরের এই প্রশিক্ষণে যোগ দেবেন ব্লক স্তর থেকে :

- সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক/ যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
- বি.এম.ও.এইচ এবং বি.এস.আই (অ্যাক্টিং) বা বি.পি.এইচ.এন
- ব্লক স্তরে আনন্দধারা প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক
- অন্য যে কোনো ব্যক্তি যাকে জেলা প্রশিক্ষণে যুক্ত করতে চায় ।

২. প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী ১টি বা ২টি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রশিক্ষণে রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকার সংক্রান্ত আলোচনা করবেন স্বাস্থ্যবিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক। সমগ্র কাজের প্রশাসনিক বিষয়ে আলোচনা করবেন ডি.আর.ডি.সির আধিকারিক এবং প্রতিটি প্রকল্পের আধিকারিকেরা ঐ প্রোগ্রাম কিভাবে এই প্রচার প্রসারে সহায়তা করবে সে বিষয়ে আলোচনা করবেন।

৩. এরপর একই রকমভাবে ব্লকস্তরে প্রশিক্ষণ হবে, এই প্রশিক্ষণে যোগ দেবেন, গ্রাম পঞ্চায়েতের জনস্বাস্থ্য বিষয়ক উপসমিতির সঞ্চালক, গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে স্বনির্ভর দলের ক্লাষ্টারের সভানেত্রী/ সম্পাদিকা এবং অন্যান্য ব্যক্তি - যাঁদের যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে ব্লক মনে করবে ।

৪. প্রশিক্ষণের জন্য একগুচ্ছ পঠন সামগ্রী এই সঙ্গে যুক্ত করা হল। এইগুলিকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি করে সেগুলি প্রশিক্ষণ চলাকালে প্রশিক্ষণার্থীদের দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে ।

৫. ডেঙ্গু/চিকুনগুনিয়া/ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত, বিশেষত ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত কয়েকটি পোষ্টার, হোর্ডিং, ব্যানার-এর প্রতিলিপি এর সাথে সংযোজিত করা হল। জেলার দায়িত্ব হবে এগুলিকে ছাপিয়ে সু-নির্দিষ্ট পরিকল্পনা মাফিক জেলার বিভিন্ন জায়াগায় ছড়িয়ে দেওয়া।

৬. কয়েকটি অডিও ভিসুয়াল সামগ্রীও এর সাথে পাঠানো হলো। স্থানীয় টেলিভিশন চ্যানেল ব্যবহার করে এইগুলি প্রচার করার দায়িত্ব জেলাকে নিতে হবে ।

৭. সমগ্র প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়াটি ৩০শে জুনের মধ্যে শেষ করে তার পরবর্ত্তী সাড়ে তিন মাস মূল ক্যাম্পেনটি সংগঠিত করতে হবে। এ-জন্য গ্রাম স্তরে একটি টিম তৈরী করে দিতে হবে, যার সদস্যরা কোথাও বাড়ী বাড়ী গিয়ে, কোথাও গ্রাম স্তরে প্রচারের কাজ সংগঠিত করবে ।

এই সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট তালিকা দেওয়া হল। এই তালিকায় যে গ্রাম/ব্লকগুলির নাম দেওয়া আছে এর প্রতিটি ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া বা ম্যালেরিয়ার জন্য সমস্যাবহুল এলাকা। এর মধ্যে বেশ কিছু গ্রাম/ব্লকে পূর্ববর্ত্তী সময়ে এই রোগগুলির প্রাদুর্ভাব (আউটব্রেক) দেখা গেছে। ফলে প্রচারের ক্ষেত্রে এই গ্রামগুলি অগ্রাধিকার পাবে । এর সাথে যুক্ত হবে পৌরসভা বা পৌর নিগমের লাগোয়া আধা শহর অঞ্চলগুলি ও ব্লক হেড কোয়ার্টার যে গ্রামে অবস্থিত সেই গ্রামগুলি। এই চিহ্নিত গ্রামগুলির প্রতিটিতে বাড়ী বাড়ী গিয়ে প্রচার সংগঠিত করতে হবে।

ক) অন্য সমস্ত অঞ্চলে প্রচারের সূচীমুখ হবে গ্রামের জনসমষ্টি। সেক্ষেত্রে গ্রামের কোনো প্রচলিত স্থানে সভা ডেকে এই রোগ ও প্রতিকার সম্বন্ধে মানুষকে জানাতে হবে।

খ) এই সঙ্গে প্রতিটি স্ব-নির্ভর দলের আলোচনায় এই তিনটি রোগ ও তার প্রতিকারের কথা বলতে হবে।

গ) গ্রামে স্বাস্থ্যবিধান সংক্রান্ত যে পাড়া নজরদারী কমিটি রয়েছে তার সদস্য ও সদস্যরাও প্রচারে যুক্ত হবেন। প্রচারে যুক্ত হবেন ভিলেজ হেল্‌থ, স্যানিটেশন, নিউট্রিশন কমিটির সদস্য/সদস্যরাও।

ঘ) একশো দিনের কাজে নিযুক্ত সমস্ত সুপারভাইজারকে এই প্রচার প্রসারের কাজে যুক্ত করতে হবে। এঁদের মুখ্য দায়িত্ব হবে কাজের জায়গায় শ্রমিকদের মধ্যে এ-বিষয়ে প্রচার করা এবং গ্রাম স্তরে দলের অংশ হিসাবে গ্রামের মিটিং-এ অথবা বাড়ী বাড়ী ঘোরার কাজে যুক্ত হওয়া।

ঙ) যেখানেই বাড়ী বাড়ী যাওয়া হবে সেখানেই প্রতিটি বাড়ীতে আবর্জনা ও জমা জলের নিষ্কাশনের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে হবে। আবর্জনা অথবা জমা জল দেখা গেলে সেটি সুষ্ঠ নিষ্কাশনের জন্য পরিবারকে বোঝাতে হবে। এবং জানিয়ে দিতে হবে আগামী ২/৩ দিনের মধ্যে নিষ্কাশনের সঠিক ব্যবস্থা না করলে, সেখানে দ্বিতীয়বার এসে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

চ) যেখানে বাড়ী বাড়ী ঘোরা হবে এবং যেখানে হবে না - উভয় ক্ষেত্রেই সমগ্র গ্রামের আবর্জনা ও জমা জলের পরিস্থিতি সরজমিনে খতিয়ে দেখে তারও নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। এই ক্ষেত্রে জন পরিসর অর্থাৎ বাজার, হাট, বাসস্ট্যান্ড, রেল স্টেশন, অফিস চত্বর, হাসপাতাল প্রভৃতি জায়গাগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। সাফাই এবং জল নিষ্কাশনের তাৎক্ষণিক কাজগুলি করতে হবে স্থানীয় মানুষদের স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে। বৃহত্তর পর্যায়ে কাজের প্রয়োজনে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের অর্থ ব্যবহার করে নিম্নলিখিত কাজ করা যেতে পারে :

- ব্যক্তিগত বাড়ীতে/জমিতে সারগর্ত তৈরী করা ও পচনশীল আবর্জনা সেই গর্তে ফেলার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- বিদ্যালয়ে ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে আর একটু বৃহৎ আকারের সারগর্ত তৈরী করা। পচনশীল আবর্জনা সেই গর্তে ফেলার জন্য প্রশিক্ষণ।
  প্রতিটি সরকারী / পঞ্চায়েত / প্রাতিষ্ঠানিক নলকূপ বা কূপের প্ল্যাটফর্ম তৈরী করে তার সঙ্গে ছোট্ট একটি ড্রেন এবং ড্রেন শেষে একটি শোক্‌পিট তৈরী করা ।
- যেখানে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে ইতিমধ্যেই কঠিন বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা পরিকাঠামো তৈরী হয়েছে, সেই ব্যবস্থাপনাকে সুষ্ঠভাবে ব্যবহার করা ।
- সু-নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করে গ্রামে জল নিকাশির উন্নতি করা ।

৮. ৩০শে জুনের মধ্যে প্রশিক্ষণ পর্ব শেষ করে তার পরবর্ত্তী সাড়ে তিন মাস ধরে প্রতি পক্ষে কমপক্ষে ১ বার এই বিশেষ প্রচারের কাজটি করতে হবে। এই সংক্রান্ত ব্যাপারে একটি পাক্ষিক প্রতিবেদন গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ব্লকে, ব্লক থেকে জেলায় এবং জেলা থেকে রাজ্যে পাঠাতে হবে। এই প্রতিবেদনের একটি ছক সাথে যুক্ত করা হল ।

সব মিলিয়ে জেলার দায়িত্ব হবে :

- জেলাস্তর থেকে গ্রাম স্তর পর্যন্ত প্রশিক্ষণের পরিচালনা / প্রশিক্ষণ সামগ্রী ছাপানো ও ব্যবহারের ব্যবস্থা করা।
- যে সমস্ত প্রচার সামগ্রী দেওয়া হল সেগুলি প্রয়োজনীয় সংখ্যায় তৈরী করে তার উপযুক্ত প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা ।
- সমগ্র অভিযানের রূপরেখা তৈরী করা ।
- অভিযান চলাকালে নিয়মিত দেখাশোনা করা এবং প্রতিবেদন পেশ করা।

সব ধরনের ছাপানোর খরচ মিশন নির্মল বাংলার প্রচার প্রসার খাত থেকে নেওয়া যাবে। প্রশিক্ষণের খরচ আনন্দধারা প্রকল্প থেকে নেওয়া যাবে। নির্দিষ্ট প্রকল্প রূপায়ণের খরচ ১০০ দিনের প্রকল্প থেকে নেওয়া যাবে।

পরিচ্ছন্নতাবিধান এবং মশা নিধনের জন্য উপকরণ সংক্রান্ত তথ্যাদির প্রয়োজন হলে স্বাস্থ্য আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

আমাদের আশা - আপনার নেতৃত্বে মশা বাহিত রোগগুলির বিরুদ্ধে গ্রামাঞ্চলে প্রচার প্রসারের এই কাজে এক অনন্য নজির সৃষ্টি হবে।

ধন্যবাদান্তে,

অতিরিক্ত মুখ্য সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর

অতিরিক্ত মুখ্য সচিব
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর